যায়যায়দিন

তারিখ 23 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলছে ২২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ফুলবাড়িয়া কে আই মাদ্রাসায় অধ্যক্ষহীন ২০ বছর

ফুলবাড়িয়া (ময়মনসিংহ) সংবাদদাতা

অতি প্রাচীন ফুলবাড়িয়া কে আই ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা ২০ বছর ধরে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ দি
কোনোমতে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এছাড়া এ উপজেলার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠা
ভারপ্রাপ্ত দিয়ে চলছে। ওই মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা জোবায়েদ আলী দুর্নীতির দায়ে ১৯৯
সালের ২৪ ডিসেম্বর সাময়িকভাবে বরখাস্ত হন। শেষ পর্যন্ত দুর্নীতি প্রমাণিত হওয়ায় তিনি আ
ফিরে আসতে পারেননি। অথচ পাশাপাশি ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ, নন এমপিওভুক্ত ফুলবাড়ি
মহিলা কলেজ, নতুন প্রতিষ্ঠিত ভালুকজান ইসলামিয়া কলেজে অনেক ছাত্রছাত্রী। এমন
জায়গার সঙ্কুলান হচ্ছে না; গাদাগাদি করে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করছে। দুর্নীতি ও অপমৃত্যু
প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটির কালো থাবায় ফুলবাড়িয়ার ২২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভারপ্রাপ্ত দি
চলছে। এক মাসে ২ জন ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হয়েছেন এমনও রেকর্ড আছে। এতে বিদ্যা
পরিচালনা কমিটিকে দায়ী করেছে সচেতন মহল। যে প্রতিষ্ঠান অভিভাবক অর্থাৎ প্রধান শি
ও সুপার হারিয়েছে সেখানেই রাজনীতিতে রূপ নেয় গ্রুপিং-লবিইংয়ের। প্রতিষ্ঠান প্রধান
স্কুলগুলো হলো- ফুলবাড়িয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, কুশমাইল বদর উদ্দিন উচ্চ বিদ্যা
কুশমাইল টেকিপাড়া উচ্চ বিদ্যালয়, ধামর উচ্চ বিদ্যালয়, বড় জয়না উচ্চ বিদ্যালয়, সোয়াইত
উচ্চ বিদ্যালয়, রাধাকানাই উচ্চ বিদ্যালয়, ছনকান্দা বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়, কালাদহ প্রভ
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কান্দানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়, বিদ্যানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, পাটিরা জুনি
বিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ার শামছ উদ্দিন আহম্মদ উচ্চ বিদ্যালয় এবং হাজী ফরিদ আলী জুনি
বিদ্যালয়। ফুলবাড়িয়া কে. আই ফাজিল (ডিগ্রি) মাদ্রাসা ছাড়াও অন্যগুলো হলো : কৈয়ারা
বালিকা দাখিল মাদ্রাসা, কালাদহ দাখিল মাদ্রাসা, ছনকান্দা দাখিল মাদ্রাসা, উজলহাটি দা
মাদ্রাসা আছিম পাটলী ফাজিল মাদ্রাসা, ধরধরিয়া সিনিয়র মাদ্রাসা ও মজর আলী আকন্দ দা